শনিবার, ১৬ চৈত্র, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৯৫

কার্যত পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বেজে গেল, চাই সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

খুব সম্ভবত মে মাসের প্রথমে শুরু হতে চলেছে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোট হবে তিন দফায়, শেষ হবে ১৬মে-র মধ্যে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে এমনটাই খবর পাওয়া গেছে। ফলে কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যের জেলায় জেলায় শুরু হয়ে যাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়া। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হবে বলে সূত্র মারফত জানা যায়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্র কুমার সিং, বৃহস্পতিবার সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে রাজ্যে সরকার বিরোধী দলগুলি ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার দাবি জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনারের কাছে। কিন্তু শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবে বলেছে, পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনও প্রয়োজন নেই, ভোট হবে রাজ্য পুলিশ দিয়ে, তারাই যথেষ্ট। বলা দরকার ত্রিস্তর ভোট পর্ব বিশাল। কারণ পঞ্চায়েতগুলি যে দলের হাতে থাকবে, গ্রাম বাংলায় তাদের আধিপত্য কায়েম হবে। সুতরাং শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষের পুরো নজর থাকবে পঞ্চায়েত ভোটের ওপর। এরই জন্য সব দলের কাছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সূত্র মারফত জানা যায়, মে-র প্রথমে পঞ্চায়েত ভোটের প্রথম দফায় নির্বাচন হবে জঙ্গলমহলের ৪ জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে দুই বর্ধমানে। এখন আসন্ন ভোট সুষ্ঠুভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে হোক, এটাই কাম্য।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শরীরটা যেন হাঁড়ি; মন, বুদ্ধি, জল; ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন, ডাল, ভাত, আলু পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান আমি টগ্‌বগ্‌ করছি! **আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।**"

"তাই ভক্তিশাস্ত্রে, এই সংসারকেই 'মজার কুটী' বলছে। রামপ্রসাদের গানে আছে 'এই সংসার ধোঁকার টাটি'। তাই একজন জবাব দিয়েছেন, 'এই সংসার মজার কুটী'। কালীর ভক্ত 'জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়'। ভক্ত দেখে যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন। তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ এক দেখে। কোন কোন ভক্ত সমস্ত রামময় দেখে। রামই সব হয়ে রয়েছেন কেউ রাধাকৃষ্ণময় দেখে। কৃষ্ণই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। সবুজ চশমা পরলে যেমন সব সবুজ দেখে।"

"তবে ভক্তিমতে **শক্তি বিশেষ**। রামই সব হয়ে রয়েছেন কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তি আর কোনখানে কম শক্তি। অবতারেতে তিনি এক রকম প্রকাশ আবার জীবেতে এক রকম। অবতারেও দেহ বুদ্ধি আছে। শরীর ধারণে মায়া। সীতার জন্য রাম কেঁদেছিলেন। তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে। যেমন ছেলেরা কাণামাছি খেলে। কিন্তু মা ডাক্‌লেই খেলা থামায়। জীবন আলাদা কথা। যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ে পিঠে আটটা ইস্কুরূপে দিয়ে বাঁধা। অষ্ট পাশ লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপ্সা (নিন্দা) ঐ অষ্ট পাশ। গুরু না খুলে দিলে হয় না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলঘরের ভক্তকে শিক্ষা-ব্যাকুল হয়ে আর্জি কর ভক্তের লক্ষণ

বেলঘরের ভক্ত—আপনি আমাদের কৃপা করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের ভিতরই তিনি রয়েছে। তবে গ্যাস কোম্পানীকে আর্জি কর। তোমার ঘরের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে।

"তবে ব্যাকুল হয়ে আর্জি (Prayer) করতে হয়। এমনি আছে, তিন টান একসঙ্গে হলে, ঈশ্বর দর্শন হয়।

দিনপঞ্জিকা

১৬ চৈত্র, ভাঃ ১০ চৈত্র, **৩১ মার্চ,** ১৬ চ'ত, সংবৎ ১৫ চৈত্র সুদি, ১২ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৮। **শনিবার, পূর্ণিমা** সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৪ মিঃ। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৮ মিঃ। বৃদ্ধি যোগ দিবা ঘ ৭।৮ পরে সাধ্যযোগ শেষরাত্রি ঘ ৫।১৮ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৬।১৭ গতে ববকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৪ গতে বালবকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৫।২৪ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ঘ ৬।৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে-** ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ঘ ৬।৮ গতে একপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৭।৭ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৫ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫।৪৮ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।১৬ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৫।৩৫ মধ্যে। **যাত্রা—** নাই, দিবা ঘ ৭।৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ঘ ২।৪৫ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম-** দীক্ষা, দিবা ঘ ৭।৭ গতে অপরাহ্ণ ঘ ৪।১৬ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। **বিবিধ—** পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **পূর্ণিমার ব্রতোপবাস।** পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।৪০ মধ্যে **শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত।** সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৪ মধ্যে **চৈত্রী পূর্ণিমা, মন্বন্তরা স্নানদানাদি ও অনধ্যায়। গোস্বামিমতে শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্তরাসযাত্রা। শ্রীশ্রীহনুমান জয়ন্তি। পতাকা পূজা। জৈনধর্ম্মাবলীম্বীদের ওলিপর্ব্ব সমাপন। শ্রীবংশীবদনানন্দ গোস্বামীর আর্বিভাব তিথি। সন্ধ্যা ঘ ৫।৮৮ গতে গৌণচান্দ্র বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষ হিন্দি বৈশাখ বদি আরম্ভ। ইং পর্ব্ব-ইস্টার স্যাটারডে। ব্যাঙ্কের বার্ষিক হিসাব দিবস।** অমৃতযোগ- দিবা ঘ ৯।৩৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।১০ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৩৫ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।৫৪ মধ্যে

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ চৈত্র, ভাঃ ১০ চৈত্র, **৩১ মার্চ,** ১৬ চ'ত ১২ রজব উঃ ৫।৩৬, অঃ ৫।৪৮। **শনিবার, পূর্ণিমা** সন্ধ্যা ঘঃ ৫।৪৪ ।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র : এযাবৎ তথা ভবিষ্যৎ

বিবেক কুমার,
সংকেত ট্যান্ডন, শুভদা রাও

শেষ পর্ব

পরবর্তী প্রজন্মের পরিষেবা প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কগুলি কি প্রস্তুত?

২০২৫ নাগাদ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে চতুর্থ দেশ হয়ে উঠবে ভারত। দেশের ব্যাঙ্ক পরিষেবার চালচিত্র এবং গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে কয়েকটি বিষয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

■ **উন্নয়ন :** এক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বিকাশে সরকারের উদ্যোগে এবং ক্ষেত্রভিত্তিক ও কাঠামোগত সংস্কারের বিষয়গুলিও বিবেচ্য।

■ **বিনয়ন্ত্রণ :** অর্থনৈতিক লেনদেন ও কর্মকাণ্ডে মধ্যস্থতা ও অণুঘটক হিসেবে কাজের ক্ষেত্রে সাযুজ্যপূর্ণ নীতি এবং যথোপযুক্ত সঞ্চয়ের প্রবণতা।

■ **জনবিন্যাস :** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুবা এবং ডিজিটাল লেনদেন পারংগমদের আধিপত্য।

■ **পট পরিবর্তন :** ডিজিটাল প্রক্রিয়ার প্রসার এবং ব্যাঙ্ক, টেলি-যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসরের মধ্যে সংযোগসাধন। উল্লিখিত চারটি বিষয় ছাড়াও ভারতে পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ক্ষেত্রে আর কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় হবে।

১. ব্যাঙ্ক ব্যবহারের রকমসকম পালটে দেবে প্রযুক্তি :

আগামী দিনে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের পরিধি স্থির করে দেবে প্রযুক্তি। সুবিশাল তথ্যভাণ্ডার, উচ্চস্তরীয় পরিগণনা, স্মার্ট ফোন এবং এধরনের আরও নতুন নতুন উদ্ভাবন অনেক কিছুই বদলে দেবে। একাধিক প্রণালী নয় (Multichannel) সর্বউদ্দেশ্যসাধক একক প্রণালী (Omnichannel)-র মাধ্যমেই হয়তো ব্যাঙ্কের সঙ্গে আদানপ্রদান হবে গ্রাহকের। মোবাইল ফোনে ব্যক্তিভিত্তিক নানা পরিষেবা প্রস্তাব, গ্রাহকদের কাছে নতুন নতুন ধরনের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল চিহ্নিতকরণের প্রযুক্তির ব্যবহার—এই সব পথেই এগোবে আগামী দিনের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন ও বাণিজ্য আগামী দিনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠবে। ভারতে সে ফোনের ব্যবহারও যথেষ্ট বেশি (অনেকেরই একাধিক সেলফোন রয়েছে)। দেশে বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৪ কোটি ৬০ লক্ষ। কিন্তু মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা নেন মাত্র ৫০ কোটি মানুষ। কাজেই জনধন-আধার-মোবাইল—এই ত্রয়ী ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে।

২. প্রযুক্তি বহু ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলির 'সৃজনশীল বিনাশ' (Creative Destruction) ঘটাবে:

উদ্ভাবন প্রয়াসে জোর দিতেই হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। বাড়বে প্রতিযোগিতা। সুলভে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে হবে গ্রাহকদের। এজন্য তাদের পরিকাঠামো জোরদার করতে, অনেক ক্ষেত্রেই যৌথ উদ্যোগে জরুরি হয়ে পড়বে। গ্রাহকদের এজন্য তাদের পরিকাঠামো জোরদার করতে, অনেক ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ জরুরি হয়ে পড়বে। গ্রাহকদের সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ, জালিয়াতি রোধ, আর্থিক লেনদেন, অ্যাকাউন্ট পরিকাঠামো-সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় কাজ পরে হয়তো ধীরে ধীরে বাইরের কোনও সংস্থাকে দিয়ে করানোর প্রবণতা বাড়বে (Outsourcing)।

Business Banking

৩. নগদহীন এবং শাখাহীন ব্যাঙ্ক পরিষেবা।

বিমুদ্রায়নের পর সীমিত নগদনির্ভর অর্থনীতির পথে হাঁটতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। নগদহীন ও ইন্টারনেট নির্ভর লেনদেনের মাধ্যমে অনেক সহজ ও স্বচ্ছ ও আধুনিক হয়ে উঠবে আগামী দিনের ব্যাঙ্ক পরিষেবা। মানুষের হাতের মুঠোয় থাকা মোবাইল ফোনগুলিই ক্রমে হয়ে উঠবে 'ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক শাখা' (ব্যবহৃত স্মার্ট ফোনের সংখ্যা ১ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে ২০১৪ সালে দাঁড়ায় ৮০ কোটিতে) মর্গ্যান স্টানলির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের ইন্টারনেট বাজারের আয়তন ২০১৩-র ১১ হাজার কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০২০ তে ১৩ হাজার ৭০০ কোটি ডলারে পৌঁছনোর সম্ভাবনা। সারা বিশ্বেই, ব্যাঙ্কিং শিল্প দৈনিক ৯-টা ৫-টার সময়সীমার অর্গল ভেঙে ২৪/৭ সামাধান মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে। শাখাহীন ব্যাঙ্ক পরিষেবায় অনাবশ্যক ব্যয় কমিয়ে ব্যাঙ্কগুলির রাজস্ব বাড়াবে। উন্নত দেশগুলিতে, ইতিমধ্যেই, নির্দিষ্ট 'একটি বাড়ির মধ্যে ব্যাঙ্ক'- এর বদলে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর অবয়বহীন ব্যাঙ্কের ব্যবহার শুরু হয়েছে। (ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা গত পাঁচ বছরে এক হাজারেরও বেশি শাখা তুলে দিয়েছে)। এদেশে আধারের মতো জাতীয় মঞ্চ ব্যবহার করে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা আমূল পালটে যেতে পারে।

৪. ATM ব্যবহারের নতুনত্ব।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে চিরাচরিত পথে প্রতিটি লেনদেনের খরচ প্রতি শাখায় ৪৮ টাকা। ATM -এর মাধ্যমে হলে তা ১৮ টাকা স্বয়ংক্রিয় প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক বার্তালাপ বা IVR-এর মাধ্যমে লেনদেন প্রতি খরচ ৮ টাকা। অনলাইনে তা হল ৪ টাকা। ভারতে এটিম এর সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক কম- প্রতি ১০ লক্ষে ১১টি। চিনে এবং মালয়েশিয়ায় এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭ এবং ৫২। সৌরবিদ্যুৎ চালিত ATM চালু করা গেলে গ্রামাঞ্চলের এই পরিষেবার বিস্তার ঘটবে।

৫. পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ঋণদান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

বিশ্বের পরিকাঠামো বাজারে ভারতের অংশভাগ ৫ শতাংশ। ২০১৫ নাগাদ তা বেড়ে ৯ থেকে ১০ শতাংশে দাঁড়াবে। আগামী দিনের প্রকল্পগুলি রূপায়ণে সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিশেষ প্রাধান্য পাবে। এছাড়া গড়ে উঠবে পরিকাঠামো ঋণ তহবিল, পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে গড়ে তোলা পরিকাঠামো সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ঋণদান ব্যবস্থাপত্র (Green Banking), অর্থনীতির দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হলেও, অর্থলগ্নির দিক থেকে বাস্তবসম্মত নয়, এমন প্রকল্প খাতে ঋণদান (Viability Gap Funding) ইত্যাদি।

৬. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থ জোগানোর নতুন ব্যবস্থাপত্র।

এদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান ৮ শতাংশ। ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা এসআইডিবিআই-র হিসেব অনুযায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে বা এমএসএমই ক্ষেত্রে ঋণের চাহিদা ৬৫০০০ কোটি ডলার। শিল্পতালুকভিত্তিক ঋণদান (Cluster Financing), প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধন ভরতুকি নীতি (Capital Sub-sidy Policy for Technology Upgration), মুদ্রা ব্যাঙ্ক, নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (Credit Guaranatee schemes), স্টার্ট আপ- এইসবই আগামী দিনে ব্যাঙ্ক পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

৭. প্রতিযোগিতা এবং পুনর্বিন্যাস ও একীকরণ (Consolidation).

প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে ব্যাঙ্কগুলিকে কৌশলগত দিক থেকে যৌথ নানা উদ্যোগে সামিল হতেই হবে। দরকার উদ্ভাবনামূলক প্রয়াস। কয়েকটি বিষয় ভাবা যেতে পারে। অ্যাকাউন্ট নম্বর পোর্টেবিলিটি (মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটির ধাঁচে) তথ্য বিশ্লেষণ এবং বিনিময়ে দক্ষতার প্রসার। খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা।

শেষ কথায়

নতুন দিনের চাহিদা অনুযায়ী যে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে তারা অন্যদের তুলনায় এগিয়ে যাবে অনেকখানি। পরিবর্তিত পেক্ষাপট অনুযায়ী সাযুজ্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড ভারতের ব্যাঙ্কগুলিকে আন্তর্জতিক আঙ্গিনাতেও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আগামী ৫ বছরের মাধ্যে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে এদেশকে প্রথম চারটি দেশের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার দায়টা মূলত ন্যস্ত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের উপরই।

প্রশাসনের তিন ইষ্টমন্ত্র : জবাবদিহি, দায়িত্ব, স্বচ্ছতা

উদয় এস. মেটা,
সিদ্ধার্থ নারায়ণ

পর্ব ১

(প্রশাসনের জন্য তিনটি ইষ্টমন্ত্র, জবাবদিহি, দায়িত্ব, স্বচ্ছতা—নরেন্দ্র মোদী)

দিনকয়েক আগে দেশ উদ্‌যাপন করেছে তার ৬৯-তম সাধারণতন্ত্র দিবস। ১৩০ কোটি ভারতীয়কে ফের মনে করিয়ে দেওয়া যাক, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের মহত্ত্ব-বৈশিষ্ট্যের কথা। 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার' কর্তৃক চালিত হওয়াটা সত্যিই পরম কাম্য, কেন না এর ফলে নাগরিকরা সরকারকে জবাবদিহির জন্য বাধ্য করতে পারে। অবশ্য, ভারতের প্রশাসন এক নিরস আমলাকূলের পাল্লায় পড়ে জেরবার হওয়ায়, সাধারণ নাগরিকের হাতের কাছে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ- অভিযোগ ফয়সালার তেমন কোনও মঞ্চ নেই। মানুষের অভিযোগ সুরাহার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে তাই গণতন্ত্রের আদত সত্তা পূরণ করাটা জরুরি।

এই সরকার অভিযোগ ও তার নিস্পত্তি ডিজিটাইজড তথা সরকারি মন্ত্রক, দপ্তর ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে নাগরিকদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও, সেসবের কার্যকরিতা নিয়ে বিতর্ক জিইয়ে আছে বইকি! দূরসঞ্চারের (টেলিকম) মতো বহু ক্ষেত্রে লোকপাল না থাকায়, বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আভিযোগের সুরাহার ক্ষেত্রে এক কার্যকর ব্যবস্থায় এখনও ফাঁক আছে। ভারতের দূরসঞ্চার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ(টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া-ট্রাই)-এর মতো তাই ক্ষেত্রীয় সংস্থা থাকা দরকার। এসব কর্তৃপক্ষের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে, যাতে তা মানুষজনের কাছে অভিযোগ সুরাহার এক মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের জন্য সুদক্ষ ও কার্যকর উপায়ে অভিযোগ সুরাহায় এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার গুরুত্ব দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও ততটা স্বীকৃতি পায়নি। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলত নজর দেওয়া হচ্ছে পণ্য ও পরিষেবার লভ্যতা বাড়ানোর দিকে। বিক্রির পর গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও তার ক্ষোভ-অভিযোগের দিকটি আমল পায় না তেমন একটা। এদেশের গ্রাহক নালিশ জানানোর ব্যাপারে তিনটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। প্রথম, অভিযোগ মেটানোর উপযুক্ত মঞ্চ সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল নয়। দুই, অবগত থাকলেও, তার নাগাল পাওয়াটা বেশ ঝক্কিঝামেলার। তৃতীয়ত, উপযুক্ত সরকারি মঞ্চে অভিযোগ পেশ করলেও, বহু ক্ষেত্রে তার ফয়সালা হবে কবে, দেবায় ন জানন্তি। এছাড়া, গ্রাহকদের সাধারণত অভিযোগ দায়ের করার আদত নেই। এজন্য অভিযোগ জানানোর এক সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার। এব্যাপারে গ্রাহকদের উৎসাহ দিতে পারলে ভালো, বা দেখা দরকার, অভিযোগ পেশের জন্য নিদেনপক্ষে তাদের যেন হ্যাপা পোহাতে না হয়।

এসব চ্যালেঞ্জ সামলানো ও এক সুষ্ঠু অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থা মারফত নাগরিকদের ক্ষমতায়নে, প্রশাসনের জন্য তিনটি ইষ্টমন্ত্র; জবাবদিহি, দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা, প্রধানমন্ত্রীর এই দর্শন দ্বারা চালিত বর্তমান সরকার শুধু জন অভিযোগ ব্যবস্থা ডিজিটাইজড করে ক্ষান্ত হয়নি। চালু করেছে বেশ কিছু নতুন মঞ্চ। এসবের মধ্যে পড়ে, রেল মন্ত্রকের নিবারণ; পেট্রোলিয়াম, তেল ও প্রাকৃতি গ্যাস মন্ত্রকের ই-সেবা; অগ্রসক্রিয় প্রশাসন ও ঠিকঠাক সময়ে রূপায়ণ (প্রগতি)-এর মতো বহু উদ্দেশ্যমুখী নালিশ নিস্পত্তির ব্যবস্থা। এই সব মঞ্চের মাধ্যমে, নাগরিকরা সরকারি এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বেসরকারি পরিষেবায় ত্রুটিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে অনলাইন অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

এসব উদ্যোগের সৌজন্যে প্রথম দু'টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাফল্য এসেছে বেশ কিছুটা। অবশ্য, তৃতীয় চ্যালেঞ্জটির ক্ষেত্রে এমত দাবি করা যাচ্ছে কই! এব্যাপারে, অন্তত সরকারি পরিষেবার বেলায়, ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা যোগানো এবং নালিশ মেটানোর জন্য নাগরিক অধিকার বিলটি (লোকপাল বিল নামে বেশি পরিচিত) বেশ কাজে আসতে পারে। বিলটি ঝুলে আছে সেই ২০১১ সাল থেকে। পরিষেবা ও অভিযোগ সুরাহা কর্মসূচি ২০১৫, প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করলেও, তা নালিশ মীমাংসার পক্ষে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। আনলাইন অভিযোগ নিস্পত্তির বিভিন্ন মঞ্চের ব্যবস্থা প্রশংসাজনক পদক্ষেপ। তবে বহু মানুষ এর সুযোগ নিতে পারেন না। দুর্বল পরিকাঠামো ও এসব অনলাইন ব্যবস্থা ব্যবহার করার কায়দাকানুন না জানা এর অন্যতম কারণ। গ্রাহকের অভিযোগ মীমাংসার্থে তাই চাই লোকপাল (অমবুডজমান)। ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে তা ইতোমধ্যেই আছে। তবে অর্থনীতির অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এখনও লোকপাল নিয়োগ করা হয়নি।

গ্রাহক অভিযোগ ফয়সালার আর এক পরিবর্ত ব্যবস্থা হতে পারে, বেসরকারি পরিষেবা সংস্থার বিরুদ্ধে নালিশের মীমাংসায় কাজে লাগানোর জন্য ক্ষেত্রগত নিয়ামকদের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়া। নিয়ামকদের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার পিছনে যুক্তি হচ্ছে, সরকারের তুলনায় গ্রাহকের বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, দু'পক্ষের মধ্যে তারা সেতু বাঁধার কাজ করতে পারবেন। গ্রাহকের ক্ষোভ মেটানোর জন্য তাদের ক্ষমতায়ন ছাড়াও দরকার হল, মানুষের কাছে নিয়ামককে যাতে জবাবদিহি করতে হয়, তেমন ব্যবস্থার সংস্থান। সরকারকে প্রতি ৫ বছর পর ভোটে জিতে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। নিয়ামকরা মানুষের রায়ে নির্বাচিত নন, মানুষের প্রতি তাই তাদের আরও বেশি দায়বদ্ধ হওয়া দরকার। ভারতের দূরসঞ্চার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ (ট্রাই)-এর মতো অনেক ক্ষেত্রগত নিয়ামকের হাতে অবশ্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই। ক্ষমতার এই কমতি বুঝে, ট্রাই ২০১৬ সালে এব্যাপারে "দূরসঞ্চার সংক্রান্ত অভিযোগ /নালিশ ফয়সালা"-তে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্য গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ জানায়। ট্রাই দূরসঞ্চার ক্ষেত্রে তিন স্তরের অভিযোগ মীমাংসা ব্যবস্থার পক্ষেও সওয়াল করে-পরিষেবা সংস্থা নিজস্ব অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থা, গ্রাহক অভিযোগ নিস্পত্তি মঞ্চ ও দূরসঞ্চার লোকপাল । বিষয়টি নিয়ে আর নাড়াচাড়া না হওয়ায়, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে সন্তোষজনক সাড়া না পেলে, অভিযোগকারীকে ছুটতে হবে দূরসঞ্চার বিবাদ নিস্পত্তি ও আপিল ট্রাইবুনাল, দূরসঞ্চার মন্ত্রক ও কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ সুরাহা ও নজরদারি ব্যবস্থা (সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেস অ্যান্ড মনিট রিং সিস্টেম) ইত্যাদির কাছে অন্যথায় শরণ নিতে হবে আদালতের । অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

আগে মাটি ঠিক করতে হয়, পরে গাছ

প্রথমে মাটিটাকে ভালভাবে তৈরি করতে হয়। তারপর গাছ বসালে সেই গাছ ভালো ফসল দেয়। কারণ মাটি যদি কোনো কারণে সঠিকভাবে তৈরি না হতে পারে তবে, গাছটা সেই মাটিতে বসালে গাছ বাঁচার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যদিও কোনো কারণে বেঁচে থাকে, তবে ফল পাবার কোনো আশা থাকে না। আমাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা মাটির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বাজার থেকে পয়সা দিয়ে কয়েকটা গাছ কিনে আনেন। আর মাটিতে বসিয়ে দেন, এরপর অপেক্ষা করেন কবে ফল-ফুল দেবে। গাছটা বড় হয়। তবে ফল বা ফুল তাতে হয় না। পরে ভাবেন কী হল, এত দাম দিয়ে গাছগুলো কিনে আনলাম, ফল হল না কেন? আবার বলি, আগে মাটি তৈরি করুন। এরপর সেই মাটিটাকে গাছ হওয়ার উপযুক্ত করে তুলুন। এরপর গাছ লাগান, দেখবেন সেই গাছ বড় হবে। ঠিক সময়ে ফুলটা দেবে। আবার সেই ফুল থেকে ভালো ভালো ফল হবে। শুধু মাত্র পয়সা দিয়ে গাছ কিনে এনে মাটিতে বসালেই ফুল ও ফলের আশা যদি করেন, তবে সেই আশা বৃথা হয়ে যাবে। একটু ভাবার অবশ্যই প্রয়োজন থেকেই যায় আমরা কী দেখছি? বর্তমানে একটা বাগান তৈরির জন্য বহু গাছ আনা হচ্ছে। তবে সেই গাছগুলো মাটি পরীক্ষা না করেই বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে সবরকম পরিকল্পনা বৃথা হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা অনেকদিন ধরে বাগানের যত্ন করেছিলেন, মাটিটাকে বুঝতে পেরেছিলেন, আজ তাঁদের বাগানে ফুল ও ফল হয়েছে। এটার জন্য তাঁরা পরিশ্রম করেছেন। তাই ফুল ও ফল পেয়েছেন। এতে রাগের কী কোনো দরকার পরে? রাগলে সবটাই বৃথা হয়ে যাবে। যদি চৌবাচ্চায় পদ্মের চাষ করি, তবে কি চৌবাচ্চায় পদ্ম হবে? পদ্মের জন্য পুকুর চাই। তাই তো বলা হয় পদ্মপুকুর। এজন্যই মনীষীরা বলে গেছেন, আগে মাটি ঠিক করতে হবে, পরে গাছ লাগালে, অবশ্যই ফুল ও ফল দেবে।

বিবেক রায় দে
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।..........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়